কোডিং-ডিকোডিং প্রক্রিয়ায় ভুলে প্রাথমিকের বৃত্তির ফল বিপর্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৫ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ১৫ মার্চ ২০২৩
১২:৩৪ এএম

advertisement

উত্তরপত্রের মূল্যায়নের পর ফল তৈরিতে কোডিং এবং ডি-কোডিং প্রক্রিয়ায় ভুল হয়েছে। যে কারণে এবার দুটি উপজেলার ওয়েবসাইটে একই কোডে প্রবেশ করায় প্রাথমিকের বৃত্তির ফল বিপর্যয় ঘটেছে- এমনটা প্রতীয়মান হয়েছে তদন্তে। এর সঙ্গে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার কারণে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয়।

advertisement

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বৃত্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। ওই দিন দপুরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন নিজ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন

করে ফল প্রকাশ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষার ফলে লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি হয়েছে। বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও বৃত্তি পাওয়ার ঘটনা ঘটে। আবার এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, এক শিক্ষার্থী দুই জেলায় দুই বারই ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। এমন অবস্থা জানার কয়েক ঘণ্টা পর স্থগিত করা হয় ফল। আর ফল স্থগিত করার ঘটনায় ওয়েবসাইটে দেওয়া ৮২ হাজার ৩৮৩ অভিভাবক-শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। এমন উদ্ভট ফলের বিষয়ে ওইদিন রাতেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৃত্তি পরীক্ষার ফল পুনঃযাচাইয়ের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ফল স্থগিত করা হলো। এ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হলে তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

advertisement

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোছা. নূরজাহান খাতুনকে প্রধান করে তিন সদস্যের ওই তদন্ত কমিটিতে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (আইএমডি) এবং মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট। ওই কমিটি সম্প্রতি তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে মন্ত্রণালয়ে।

এ প্রসঙ্গে তদন্তসংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানিয়েছেন, তাদের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছেন।

তদন্তে কী ধরনের অভিযোগ প্রতীয়মান হয়েছে- জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ জানান, কারিগরি ত্রুটির বিষয়টি এসেছে। এ নিয়ে আমরা কাজ করছি। যাদের কারণে ফলে বিচ্যুতি ঘটেছে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃত্তি পরীক্ষার ফল তৈরি প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বৃত্তি পরীক্ষা শেষে জেলা শিক্ষা অফিসে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে কোড দেওয়া হয়। এর পর শিক্ষকরা সেই খাতা মূল্যায়ন করেন। ফলে কার খাতা কোনটি তা বোঝা যায় না। তবে মূল্যায়নের পর প্রাপ্ত নম্বর কোড অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বরে যোগ হয়। শেষের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডি-কোডিং। এই কোডিং এবং ডি-কোডিং প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ছিল। যে কারণে ফল নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল।

এ ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কারিগরি দলের উদাসীনতা ও ভুল ছিল কিনা- এ প্রসঙ্গে তদন্তকারী এক কর্মকর্তা জানান, তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে সবকিছুই তারা আলোকপাত করেছেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এক কর্মকর্তা জানান, কোথাও নিশ্চয় ভুল ছিল যে কারণে ফল স্থগিত করতে হয়েছিল। কোডিং এবং ডি-কোডিং করার সময় ভুলে এবার দুটি উপজেলার

ওয়েবসাইটে একই কোডে ফল ইনপুট দেওয়ায় এমন বিপর্যয় ঘটেছে। এবারই প্রথম ‘ডিপিএমআইএস’ নামে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বৃত্তির ফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়েছে।